দুর্নীতিতে ডুবে আছে নর্থ সাউথ ভার্সিটি

সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার

১১ মে ২০২২ ১২:০০ এএম
আপডেট: ১০ মে ২০২২
১১:৫২ পিএম

advertisement

সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি যেভাবে ডালপালা বিস্তার করে চলেছে, তা নিঃসন্দেহে দেশের জন্য ভয়াবহ অশনিসংকেত। কোথায় নেই দুর্নীতি? উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন। সম্প্রতি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) বোর্ড অব ট্রাস্টির (বিওটি) কয়েক সদস্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির নানা অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার, অতিরিক্ত টিউশন ফি আদায়, টিউশন ফির টাকায় গাড়ি কেনা এবং নিজেদের মালিকানাধীন ব্যাংকে বিশ^বিদ্যালয়ের অর্থ জমা রাখার মতো অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ট্রাস্টিদের মালিকানাধীন ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ আছে সাউথইস্ট ব্যাংকে। এ ব্যাংকের বসুন্ধরা শাখায় মেয়াদি আমানত হিসাবে জমা আছে ৩৪৭ কোটি টাকা। সাউথইস্ট ব্যাংকের উদ্যোক্তা পরিচালকদের অনেকেই নর্থ সাউথের ট্রাস্টি। নর্থ সাউথের মতো একটি অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের অনিয়ম একেবারেই অনাকাক্সিক্ষত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করারও তো একটা সীমা থাকতে হবে। বিশেষত, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কয়েকটি ছাড়া বেশিরভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে বাইরে থেকে স্বচ্ছ

ধারণা পাওয়া কঠিন। প্রায়ই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের তরফে অনেক অভিযোগ ওঠে, যেগুলোর আইনি প্রতিকারের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। সরকার এ ব্যাপারে একটি নীতিমালা করে দিলেও তা কতটা পালিত হচ্ছে, তার খতিয়ান দরকার। অতিরিক্ত ফি আদায়ের কথা হরহামেশাই ওঠে। ভর্তি-প্রক্রিয়া, পাঠদানসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম গণমাধ্যম ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নজরের মধ্যে থাকা জরুরি।